সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অবদান

১৯২১ সালে যে বারটি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে তার মধ্যে ইংরেজী বিভাগ অন্যতম। শতবর্ষে পদার্পন করা এই বিভাগটির রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস। এ বিভাগের অনেক ছাত্র-শিক্ষক এদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের জগতে অনন্য অবদান রেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এ বিভাগের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী যেমন প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক এবং রাজিয়া খান আমিন বাংলা সাহিত্যকে তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ছাত্রী লীলা নাগও এ বিভাগেরই ছাত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং এদেশে নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তৎকালীন বিশিষ্ট নারী শিক্ষাবিদ এ.জি.ষ্টক এ বিভাগের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, যার লিখিত *স্মৃতিকথা* সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু তথ্য ও স্মৃতিকে সযত্নে ধরে রেখেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এই ক্রান্তিকালীন সময়ের বহু তথ্য সম্বলিত এই স্মৃতিকথাটি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

১৯৭১ এর স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন, এক্ষেত্রে অধ্যাপক খান সারোয়ার মুর্শিদ অন্যতম। অধ্যাপক আহসানুল হক ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সত্তর এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্বশাসিত করার আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কবির চৌধুরী জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন শিক্ষা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকার জন্য। বহু প্রবন্ধের রচয়িতা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সাহিত্যের অঙ্গনে একটি আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চিন্তাধারা ও মেধা দিয়ে তিনি তার অগনিত ছাত্র ও পাঠককে অনুপ্রানিত করেছেন। বর্তমানে তিনি বিভাগে 'এমিরিটাস অধ্যাপক' হিসাবে নিয়োজিত আছেন। মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখসারির সক্রিয় যোদ্ধা তখনকার ছাত্র ও পরবর্তীতে এ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কায়সার মোহাম্মদ হামিদুল হক দেশে ও বিদেশে তাঁর কবিতা ও অনুবাদের জন্য সমাদৃত। বর্তমান সময়ে অত্র বিভাগের অধ্যাপক নিয়াজ জামান, অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক ফকরুল আলম এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম এর ছোটগল্প ও প্রবন্ধসমূহ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান এবং অধ্যাপক ফকরুল আলম এর অনুবাদসমূহ আমাদের সাহিত্যকে আন্তজার্তিক মহলে তুলে ধরতে অসামান্য অবদান রাখছে। এ বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক খন্দকার আশরাফ হোসেন এবং অধ্যাপক কাশীনাথ রায়ও তাদের লেখনীর মাধ্যমে এদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। আর এভাবেই গত একশত বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ এদেশের শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অঙ্গনে তার অবদান রেখে যাচ্ছে।